

## শাখের করাত (অবিশ্বাস্য হলে ও সত্য)

সৈয়দ হাবিবুর রহমান

শুভ নব-বর্ষ জানাতে সাইফুল ফোন করলো ঠিক ১২টায়। গর্বিত কন্ঠে বল্লো-

- এবারে আমাদের লন্ডনের ফায়ার ওয়ার্কস্ বিশ্বে সেরা ডিস্প্লে হয়েছে।
- ইংল্যান্ড নিয়ে তোমার গর্ববোধ হয়?
- গর্ব করার যতেষ্ট কারণ আছে যে। অন্তরে বাংলাদেশ, দেহে ইংল্যান্ড ধারণ করি। ইংল্যান্ডের নাগরিক অধিকার উপভোগ করে বাঙালী জাতীয়তাবাদ রক্ষায় কোন অসুবিধা তো হচ্ছে না।
- আমাদের আমেরিকাবাসী লেখকগণ যখন এভাবে বলেন তখন তাদেরকে দালাল চেলাবী বলা হয়।
- হুঁ, তাদের নিশ্চয় ই দুঃখ হয়। গফ্ফার চৌধুরী ইস্যু নিয়ে কুদ্দুস সাহেবকে কত কিছুই না শোনানো হলো। অসীম টলারেন্স ভদ্রলোকের। কি বিনীত নম্রভাবে প্রত্যেকটি অভিযোগ, অপবাদের উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন তথা ও যুক্তির মাধ্যমে। 'চীনে পুজিবাদী অর্থনীতি' বিষয়ক লেখা পড়ে কি মনে হয় তিনি আমেরিকার দালালি করছেন?
- মোটে ই না। আর দেখো তো, কোথায় গফ্ফার চৌধুরী আর কোথায় কুদ্দুস সাহেব। মনে আছে, তোমার প্রথম বই প্রকাশনা উৎসবে গাফ্ফার ভাই ছিলেন প্রধান অতিথি? আমাদের বেশ ক'টি জাতীয় দিবস উদযাপনে ও গাফ্ফার ভাই প্রধান অতিথি ছিলেন। তিনি পারিবারিক ও ব্যক্তি জীবনে সম্পূর্ণ পুজিবাদী। কলমে, কথায়, সমাজ জীবনে সমাজতান্ত্রিক। আমাদের আয়োজিত এবারের বিজয় দিবসে গাফ্ফার ভাই যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন, পেছনের সারিতে মেয়েরা মাথায় কাপড় টেনেছিলেন। ভাষণ তো নয় যেন দেওবন্দ পাশ করা এক বিরাট মৌলানার ওয়াজ। অথচ তিনিকে আনতে গিয়ে কতো না কাঠ-খড় পোড়াতে হলো। জেহাদ ঘোষণা করলো কিছু ধার্মিকেরা। মসজিদে ঘোষণা দেয়া হলো সুঘোষিত নাস্তিক গফ্ফার চৌধুরী কে আসতে দেয়া হলে কমিউনিটি সেন্টারে রক্তের বন্যা বয়ে যাবে। আচ্ছা বলো তো গাফ্ফার ভাই আর কুদ্দুস সাহেবের মধ্যে Fundamental difference টা কি?
- আমার তো মনে হয় নেশা আর পেশার পার্থক্য। গাফ্ফার ভাইয়ের লেখা টাকা উপার্জনের লক্ষ্যে, কুদ্দুস সাহেবের লেখা বিনা মূল্যে সমাজের জন্যে। তবে খান সাহেব আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় অরণ্যে রোদন ই করছেন। ইসলামী ভাইরাসে আক্রান্ত কোন সমাজে সুষ্ঠু অর্থনীতি ও গনতন্ত্র সম্ভব নয়, যা সমাজ উন্নয়নের পূর্ব শর্ত। মানব রচিত আইন বা গনতন্ত্র, এবং মানব রচিত অর্থনীতি মানা, আর আল্লাহকে অস্বীকার করা এক ই কথা।\_সে যাক, এখন বলুন ইন্টারনেটে আপনার লেখা দেখছিনা কেন?
- কারণ, আমার উপর এক তবলীগওয়ালার আছড় পড়েছে।
- তাই নাকি? তা তবলীগের উপরে ই লিখুন।

- সে রকম ই ভাবছি। তিনবার তিনটা লেখা অর্ধেক লিখে বাদ দিয়েছি। আমি সব সময় ই মনে করি, ইন্টারনেটের সকল লেখিকা-লেখকবৃন্দ আমরা এক ই পরিবারের প্রবাসী কয়জন মানুষ। ঝগড়া-ঝাঠি যতই করি তবু এক ঘরেতে বসত করি। তসলিমার পক্ষ নিয়ে 'ফাহিমদার মাতম' নামে রুদ্দের লেখাটা তুমি পড়েছো?
- হ্যাঁ, পড়েছি। আমার তো মনে হয় রোদ্দের ক্ষমা চাওয়া উচিত। নিজের অজান্তে তাতক্ষনিক যোশের বসে অনেক ভাল, বুদ্ধিমান, শিক্ষিত মানুষ ও অসামাজিক অশ্লীল অগ্রহণযোগ্য কাজ করেছেন, তারপরে ও একটা সমাধান আছে। এ্যাপলোজি। এ্যাপলোজি চাইলে মানুষ ছোট হয়না। আর ক্ষমা ও মহত্বের প্রমান। আপনি ও তো ফাহিমদাকে কটাক্ষ করেছেন আপনার তিনকন্যা মণিহারে।
- হ্যাঁ করেছিলাম কিন্তু পরে মনে মনে খুব ই অনুশোচনা করেছি, ভদ্রমহিলা হয়তো দুঃখ পেয়েছেন। সারা জীবন নারীবাদী নারী মূক্তির পূজারী ও নিজ ঘরে নারীর উপর হাত তুলতে দেখেছি। অবশ্য পরে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। কারণটা কি জানো? কবির ভাষায় বলি 'মানুষের মন বড় দুর্বল কখন যে কি করিয়া বসে।' তবে জানিনা কেন জানি আমার যেন মনে হয়, রুদ্দ মানুষটার ভাষা যতই রুক্ষ, বেমানান হউক না কেন, তিনির কথা থেকে ভেসে আসে কঠিন বাস্তবদর্শী অভিজ্ঞতার করুন আহ্বান। জগতে শালীনতা ভদ্রতা লজ্জাবোধ আসলো কোন দিন থেকে? এর আগে কি মানুষ সঙ্গবদ্ধ সমাজ জীবন কাটায়নি? আর এখনো কি ভদ্র, শিক্ষিত সমাজে অশ্লীলতা নেই? আছে, মানুষ মাত্র ই অশ্লীলতা। মানুষ ই নির্ধারন করেছে লজ্জা, শালীনতা, ভদ্রতার সংজ্ঞা তার জন্মের বহুকাল পরে। এদিকে সেতারা হাসেম কি বলেন দেখেছো? ঘোষণা দিয়েছেন 'আর পড়বেনা মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে।' এটা একটা কথা হলো? তিনি (সেতারা) নির্বিবাদে বলে যাচ্ছেন চেলাবী, দালাল, শূন্য কলসী, অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্কর আরো কত কি। কিন্তু আমরা ধরে নিয়েছি সংসারে শুধু শুধু মায়ের আদর কি আর ভাল লাগে, বাবার শাসনের ও প্রয়োজন আছে। শোষনহীন, শ্রেনীহীন সুসম সমাজ ব্যবস্থা আমরা ও মনে প্রানে কামনা করি। কিন্তু সুদূর দূর্লভ সুন্দরের প্রত্যাশায় বর্তমান কে অবজ্ঞা করে অসুন্দর মৃত্যু কি বাঞ্ছনীয়? ইদানিং যুগান্তর পত্রিকার একটা লেখা পড়ে মনে হয়েছে লেখালেখি করে আর কোন লাভ নেই। কয়লা, কাষ্টিক সোডা দিয়ে ধুলে ধংস হয়ে যাবে হয়তো কিন্তু তার রং বদলাবেনা। ঐ পত্রিকার লেখক বিচ্ছিন্ন সন্ত্রাসী ইরাকীদের মধ্যে, ইরাকী জাতীয়তাবাদী চেতনা খুঁজে পেয়েছেন আর আশা পোষন করছেন এই চেতনায় উদ্ভুদ্ধ হয়ে আত্মঘাতী বোমা যুদ্ধের মাধ্যমে ইরাক একদিন স্বাধীন হবে ই। লেখক আরো লিখেছেন, ঐ আত্মঘাতী বোমারুগণ সাদ্দামকে ও ভাল পায় না আমেরিকাকে ও না। বলি, তাদের জাতীয়তাবাদী চেতনা সাদ্দামের যুগে উদয় হলোনা কেন? বাংলাদেশী লেখকদের মায়াকান্নার কারণ টা কি জানো?
- জানি। ঐ যে কামরান মির্জা বলেছেন, ইসলামী ভাইরাস। আচ্ছা হাবিব সাহেব টেলিফোন সংকেত দিচ্ছে আরেকজন লাইনে আছেন, পরে আবার ফোন করবো।
- আরে শুনো, ঐ তবলীগ ওয়ালার কাশটা বলা হয় নাই। তিন তিনটা রবিবার জামাত নিয়ে এসে দরজা থেকে ফিরে গেছেন, আমার সাথে দেখা হয় নাই।

গত রোববার আমার বউয়ের সাথে আলাপ করে এপয়েন্টমেন্ট করে গেছেন আগামী রোববার তিনি একা আসবেন, আমাকে ঘরে থাকতে হবে।

- OK আপনি তবলীগী দীক্ষা নিন, আমি চল্লাম শুভ নব-বর্ষ।

নিউ ইয়ার্সের দিনে ও বাঙ্গালী গোসারী শপটি খোলা ছিল। সেখানে ই দেখা হয়ে গেল সেই তবলীগীর সাথে। লম্বা একটা সালাম দিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন। (সিটিজেনশীপ মেয়ে) বৃটিশ পাসপোর্ট বিয়ে করে তিনি ইংল্যান্ড এসেছেন। দেশে গভর্নমেন্ট আলীয়া মাদ্রাসার আলেম পাশ। ইংল্যান্ডে এসে Language School এ কিছু লেখাপড়া করে, লিগেলিটি (ইংল্যান্ডে থাকার অনুমতি) পাওয়ার পর Interpreter service এ কাজ করেন। ছয় সপ্তাহের হলিডে পেয়ে তবলীগ জামাতের সাথে বিশ্রাম করে এসেছেন। জানতে চাইলেন আমার নাম, পরিচয়, ঠিকানা। পরিচয় পেয়ে ঠোঁটে এক ঝলক হাসি টেনে বল্লেন "হাবিব সাহেব আপনার সাথে বিশেষ জরুরী কিছু আলাপ আছে, ভাবীকে বলে রেখেছি রোববার আপনার ঘরে আসবো। এই সুন্দর পৃথিবী, সুন্দর বিবি, সুন্দর বাড়ি গাড়ি, সন্তান আওলাদ সব ই আল্লাহর নেয়ামত।" বল্লাম তা তো ঠিক ই, তবে সুন্দর বিবি আর পেলাম কই? হুজুর বল্লেন ভাবীর গলার সুর শোনে অনুমান করেছি ভাবী সুন্দর হবেন। ঘরে এসে ই বউকে সু সংবাদটা দিলাম-

- শপিং করতে গিয়ে তোমার রূপের প্রশংসা শোনে এলাম।
- আমার রূপের প্রশংসা মানে? আমি কি কাউকে রূপ দেখায়ে বেড়াই নাকি?
- না না তা হবে কেন। স্থানীয় তবলীগ জামাতের আমীর খাইরুল গাজী একজন শিক্ষিত মানুষ। দোকানে দেখা হলো, বল্লেন তোমার কল শোনে অনুমান করেছেন তুমি সুন্দর হবে।
- এতদিনে বুঝলাম আপনার কথা ই সত্য। মোল্লারা শিক্ষিত হলে ও বোকা থেকে যায়। আপনি ও কি যে মানুষ, ঘরে থেকে ও বলবেন ওদের কে বলো আমি ঘরে নেই। আপনার জন্যে আমাকে মিথ্যা বলতে হয়। আসুক আগামী রোববার আমি পুলিশ ডেকে ওদেরকে তাড়িয়ে দেবো।
- তোমি রাগ করলে নাকি? ওরা সরল প্রকৃতির মানুষ, ওদের উপর রাগ করতে নেই।
- রাগ করবোনা? যতক্ষণ পর্যন্ত না দরজা খোলেছি, কলিং বেল ছাড়বেনা। মানুষ রান্নায়, কি বাতরোমে, কি বেডরোমে, কিছুই বুঝবেনা বেল চেপে ধরে বসে থাকবে।

মেয়েরা লজ্জা পেলে এবং রাগান্বিত হলে তাদের গাল দুটি লাল হয় কেন বুঝিনা। আমার স্ত্রীর গাল দুটি ই শুধু লাল হয় নাই নয়ন দুটি ও অশু-সিক্ত হলো। রোববার ঠিক দুটোয় এসে উপস্থিত হলেন খাইরুল গাজী। একটি প্লাস্টিক ক্যারিয়ার ব্যাগ হাতে। আতরের সুবাস ছড়িয়ে দিলেন সারা গৃহে। সোফায় বসে বেশ কিছুক্ষণ সম্মুখের বৃহদাকার ছবিটির দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। পেছনে ঠিক তাঁর মাথার উপরের ছবিটিও দেখলেন। আমি চা এর যোগাড় করছি, লক্ষ্য করলাম ভদ্রলোক অতি উৎসাহে ছবি গুলো দেখছেন, কোন কথা ই বলছেন না। আমার বুক-সেল্ফ থেকে দু একটা বই নামাচ্ছেন আর নাম দেখে দেখে রেখে দিচ্ছেন। জিজ্ঞেস করলাম-

- বই নেবেন?

- জী না। দীনের দাওয়াত দিতে এলাম। ঘরভর্তি ফটো রেখেছেন। সামনে শেখ মুজিব, পেছনে হাসিনা, ডানে রবীন্দ্রনাথ, বামে নজরুল। জগতের স--ব নাস্তিকদের বই দিয়ে বুক শেলফ ভর্তি। ফেরেস্টা বসার বিন্দুমাত্র যায়গা নেই। এসব কি হাবিব সাহেব?
  - দুইজন ফেরেস্টা তো দিন-রজনী আমার ক্ষক্ষে ই নির্ভয়ে, নিরাপদে বসে আছেন। অন্য ফেরেস্টাদের বসতে তো মানা নেই। আর এ মুহুর্তে হয়তো শ' খানেক ফেরেস্টা আমাদের সামনে দাড়িয়ে আছেন, বা হয়তো আপনার আমার কাঁধে কোন ফেরেস্টা মোটে ই বসে নেই। কোন দিন ছিলেন ও না। কি বলেন?
  - নাযুজুবিল্লাহিমিন জালিক। এসব কি বলছেন?
  - যা বিশ্বাস করি তা-ই বলছি। চা পান করুন, ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। গত কয়দিন যাবত একটা প্রশু বার বার মনটাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আগে থেকে ই ভেবেছি আপনার কাছে উত্তরটা পাওয়া যেতে পারে।
  - কি প্রশু, বলুন অন্তত চেষ্টা করে দেখবো।
- আমি বললাম, দেখুন তো, 'চোখের সামনে এই ক'দিনে কত কিছু ই না ঘটে গেল। বসনিয়া থেকে বাংলাদেশ, ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, গোজরাট, লেবানন, সিরিয়া, ইরাক, ইরান, চেকনিয়া, দুনিয়ার এমন কোন যায়গা নেই যেখানে মুসলমানরা কাফিরদের হাতে নির্যাতিত, নিপীড়িত নিষ্পেষিত হচ্ছেনা। মরছে তো মরছে শুধু মুসলমান ই মরছে। সারা বিশ্বের তাব--ত ধর্মাবলম্বী হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ইহুদি, নাসারা সজ্জবদ্ধ, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, ইসলাম ও মুসলমান জাতীকে সমূলে পৃথিবী থেকে উৎখাত করে দেয়ার জন্য।'
- হুজুর এবার একটু স্থায়ী নিশ্বাস ফেলে নড়ে-চড়ে বসে, কাপে হুকোর আওয়াজের মত শব্দ তোলে চা-য়ে একটা লম্বা চুমুক দিলেন। আমি বললাম- সাদ্দামের আত্মসমর্পন, ইরানে লুত (আঃ) এর জামানার গজব, ৫০ হাজার মানুষের জান কবজ, শাহজালালের মাজারের তোহিদী গজার মাছের মৃত্যু কাফিরদের বিরুদ্ধে আখেরি জামানার একমাত্র সোচ্চার জেহাদি হায়দারী কন্ঠ, মুসলমানের দ্বিতীয় খালেদ-বিন ওলিদ, কারবালার ইমাম হোসেনের উত্তরসূরী, মহাবীর সাদ্দাম হোসেন কাফিরদের হাতে আত্মসমর্পন করলেন। ফোরাত নদীর পারে একফোটা রক্ত ঝরলোনা, হোসেন শহীদি দরজা লাভের সূবর্ন সুযোগ নিলেন না, নমরুদের যুগের এক ঝাঁক মশা ও আসলোনা, আবাবিল পাখি নামলোনা, মাকড়সা জাল বুনলোনা, কবুতর ও ডিম পাড়লোনা, বিষয়টা কি বুঝিনা, আল্লাহ করছেন টা কি? সাদা নিরীহ চোখে ভদ্রলোক বেশ কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইলেন। হাতের ক্যারিয়ার ব্যাগটা এগিয়ে দিয়ে বল্লেন, "সাতটা ওয়াজের ক্যাসেট দিয়ে গেলাম। পরে আরো দেবো। ১০৩ টা ক্যাসেট সংগ্রহ করেছি। এখানে বাণীবদ্ধ আছে বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলেম, ইসলামী চিন্তাবিদ, সু-কন্ঠ, স্পষ্টবাদী, যুক্তিবাদী মোলানাগণের ওয়াজ। আমার বিশ্বাস আপনার মনের সকল প্রকার সংশয়, সন্দেহ নিরসনে সহায়ক হবে।"

চলবে-

## শাখের করাত

(অবিশ্বাস্য হলে ও সত্য)

সৈয়দ হাবিবুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

খায়রুল সাহেব চলে যাওয়ার পর বেশীক্ষণ ওয়াজ শোনার লোভ সামলাতে পারি নাই। শোনা আমার পেশা, পড়া আমার নেশা। বাংলাদেশে থাকতে শোনার চেয়ে শোনানো ই ভাল লাগতো বেশী। ইংল্যান্ড এসে হয়েছে তার উল্টোটা। সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ Unique এই মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেছি, তাই আমাকে শোন্তে হয় শালীন, অশালীন তদ্র-অতদ্র সুন্দর-অসুন্দর, শুদ্ধ-অশুদ্ধ, চলতি-সাধু শহুরে-আঞ্চলিক ভাষায় সব মানুষের কথা। শোন্তে আমার ভাল লাগে। খায়রুল সাহেবের ক্যাসেট গুলো বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গ্লসি পেপারে, কালারফুল মস্কা মদিনার ছবি। বক্তাদের নামের সাথে একাধিক সুপারলেটিভ ডিগ্রী লাগানো। উপরে বড় বড় ছাপার অক্ষরে ওয়াজের বিষয়বস্তু লেখা। নবীজীর বাল্যকাল, আদম হাওয়ার সৃষ্টি-তত্ত্ব, আজরাইলের রুহ কবজ, হাশরের মাঠ ইত্যাদি। প্রথম থেকে ই শুরু করা যাক। **আদম হাওয়ার সৃষ্টি-তত্ত্ব-**

হামদ-নাত, জিকির-আজকারে বেশ কিছু সময় ব্যয় করে হুজুর বল্লেন-

"**এক পর্যায়ে** এসে আল্লাহ পাকের, নুরে মুহাম্মদী সৃষ্টি করার ইচ্ছা হলো। এই নুরে মুহাম্মদী সৃষ্টির আগে আল্লাহর আরশ, কুরসী, বেহেস্ত-দোজখ, আকাশ-পাতাল, ফেরেস্তা-হুর গেলমান, চন্দ্র-সূর্য্য, রাত-দিন, গ্রহ-নক্ষত্র, কোন প্রকারের জলীয়- বায়বীয় পদার্থের অস্তিত্ব ছিলনা। নুরে মুহাম্মদী সৃষ্টি করে আল্লাহ তাঁর কুদরতি হাতের তালুতে রেখে এক নাগাড়ে ৪০ বৎসর মুহাম্মদ নামের মালা জপ করলেন। শুরু হলো আশিক আর মাস্তকের খেলা। ৪০ বৎসরে মুহাম্মদ একবার ও আল্লাহর ডাকে সাড়া দেন নাই। ৪০ বৎসর পর আল্লাহ **অন্তরে** কিছুটা বিরহের **বাথা অনুভব** করলেন আর তখনি তাঁর কুদরতি **চোখ** থেকে এক ফুটো জল **হাতের তালুতে** পড়ে যায়। সাথে সাথে নুরে মুহাম্মদীতে শুরু হয়ে যায় আল্লাহ নামের জিকির। সে জিকির চলতে থাকে বহুকাল। আল্লাহ খুশি হলেন। সৃষ্টি করলেন ফেরেস্তা, সাত আসমান আর সাত জমিন, তৈরী হলো বাগান সাজানো বেহেস্ত। মস্কার কা-বা ঘর সৃষ্টির ৪০ হাজার পর এবারে আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলো আদম সৃষ্টি করে দুনিয়া আবাদ করাবেন। ফেরেস্তাগণ আল্লাহ পাকের, আদম সৃষ্টির গোপন রহস্য বুঝতে না পেরে এই বলে প্রতিবাদ করলেন যে, হে প্রভু, তোমার নামের জিকির করতে তোমার অগনিত ফেরেস্তারা কি যতেষ্ট নয়? আল্লাহ বল্লেন, আমি যাহা জানি তোমরা তাহা জানো না। আদম তৈরীর মাটি সংগ্রহের লক্ষ্যে বেহেস্ত থেকে আজরাইল ফেরেস্তাকে দুনিয়ায় পাঠানো হলো। শক্তিশ্বর আজরাইল এক খাবায় যতটুকু মাটি তাঁর মুষ্টিতে তোলে নিলেন, তার ওজন ছিল ৪০ মণ। এই ৪০ মণ মাটি দিয়ে তৈরী হলো আদমের কায়া (দেহ)। ৪০ দিন শোইয়ে রাখা হলো আদমের দেহ আরবের শ্যাম দেশের এক প্রান্তে। তারপর এক দিন ডাক পড়লো জিবরাইল ফেরেস্তার। আল্লাহ বল্লেন, হে জিবরাইল, পৃথিবীতে যাও, আমার আদম কে বেহেস্তে নিয়ে আসো। এবার আদমের দেহে প্রান সঞ্চারণ করা হবে। জিবরাইল ফেরেস্তার হাতে আদমের রুহ দিয়ে আল্লাহ বল্লেন, আদমের মাথার তালু দিয়ে এই রুহ ঢুকিয়ে দাও। কিন্তু রুহ আদমের দেহে থাকতে চায় না। একবার, দুইবার তিনবার চেষ্টা করে জিবরাইল

বার্থ হলেন। আল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন, হে রুহ, তুমি আমার আদেশ অমান্য করছো কেন? রুহ জবাব দিলো, হে মালিক, আদমের মাটির অন্ধকার খাঁচায় আমার ভাল লাগেনা। আল্লাহ জিবরাইলকে বল্লেন, জিবরাইল, বেহেস্তের দিকে তাকাও। একটি উজ্জল তারকা (নূরে মুহাম্মদ) দেখতে পাচ্ছো? ঐ তারকা আদমের কপালে ঘষে দাও। জিবরাইল তা-ই করলেন। আবার রুহ ঢুকানো হলো। এবারে আদমের দেহ থেকে রুহ বেরিয়ে এলোনা। একটা ঝাকুনি দিয়ে আদম জেগে উঠে বসে পড়লেন, আর সাথে সাথে একটা হাঁচি দিলেন। সেই হাঁচির সাথে আদমের নাক থেকে এক প্রকার তরল পদার্থ বেরিয়ে এলো। আল্লাহ জিবরাইলকে আদেশ দিলেন, জিবরাইল, আদমের নাক থেকে নিঃসৃত তরল পদার্থ একটি জান্নাতি পেয়ালায় সযতনে ভরে রাখো, আমি তা দিয়ে ঈসা নবীর মা, মরিয়মের সামী বানাবো।"

এ পর্যায়ে এসে থেয়াল হলো আমার ঘরের দিকে। টেইপে Pause দিলাম। বিষয়টা কি? ঘরের বিড়াল টা ও কি শাস-প্রশাস বন্ধ করে কোথাও লুকালো? এমন স্বল্প-নীরবতা এর আগে কোনদিন এ ঘরে দেখিনি, অন্তত রোববার দিনের বেলা, তা তো কল্পনা ই করা ভুল। সকাল থেকে কেউ Tom and Jerry দেখতে দেখতে হেসে হেসে খুন, কেউ হাসপিট্যাল বসায় প্লাস্টিক পুতুলের রোগ নিরূপণ করেন, কেউ আবার দোকান বসিয়ে কাষ্টমার হাকাবেন। ওদিকে কিচিনে রান্নার শব্দের তালে তালে মৃদু ভলিউমে চলবে সেলিম চৌধুরীর গান। কিচিনের ফ্যান চালিয়ে দিলে কি হবে, দরজা জানালা বন্ধ করে ও বাঙ্গালী তরকারীর সুগন্ধ দিবি আমার কমপিউটার পর্যন্ত গড়াবে। সাত সদস্যের সংসার, রোববার দিনে সিলেটের বন্দর বাজারের রূপ ধারণ করে। মনে পড়ে এমনি এক রোববারে কিচিন থেকে এক কাপ চা নিয়ে এসেছিলেন আমার স্ত্রী। মলিন চেহারায় শাসনের সুরে বল্লেন--

- একি অবস্থা? আপনার চোখের সামনে ই মার্কেট বসিয়ে দেয়া হয়েছে, আপনি কিছু বলেন না? ঘরের সব গুলো Toys কার্পেটে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে।
- কি করবো, নিজের দায়ভার টা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার মত অন্যায় তো করতে পারিনা।
- মানে?
- বাজারটা বসিয়েছে এরা, না তুমি আর আমি?

সুখে, লজ্জায় বউ ঘাড় কাত করে বাঁকা ঠোটে দুষ্ট হাসি চেপে আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চলে যায়। আমি মনে মনে বলি, হে নারী, তুমি শুধু এ ছোট্ট সংসার টি ই গড়ে তোলনি, এ জগতটা ই তোমার আবাদ ভূমি। পুরুষ তো চাষাবাদ জানতো ই না। সেবা-যত্নবিদ্যা তোমার ই আবিষ্কার। ফুটো ফুটো রক্তদিয়ে তিলে তিলে একটা মানুষ গড়ে, মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে যখন পৃথিবীতে নিয়ে আসলে, তখন সে মানুষটি, সে পুরুষটি ছিল বড় অসহায়। আদরে সোহাগে টেনে নিলে তোমার বুকে, কোমল হাতে, সযতনে মুখে তোলে দিলে বেঁচে থাকার প্রথম অমৃত সুখ, আর সেখানে ই পেল মানব জাতি এ সুন্দর পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সাধ। আর সেই মানব, সেই পুরুষ তোমাকে বশে রাখতে রচনা করলো মকসুদুল মুমেনীন বা বেহেস্তের কুঞ্জি আর মনুসংহিতা।

চলবে---

## শাখের করাত

(অবিশ্বাস্য হলে ও সত্য)

সৈয়দ হাবিবুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আজ সর্বদলীয় হরতাল। মনে মনে এই নীরবতার একটা কারণ আবিষ্কার করলাম। তবলীগ জামাতকে ফাঁকি দিতে নিশ্চয় ই বউ চলে গেছে তাঁর বোনের ঘরে। আত্মীয় সৃজন এক ই শহরে থাকলে এই একটা সুবিধা। ভাল ই হয়েছে। এই সুযোগে ওয়াজের ক্যাসেটটা আবার অনু করা যায়। হুজুর বলছেন--

"ওয়া ইজকুলু লিল্ মালা-ইকাতিস্জুদু লি আ-দামা ফাসাজাদু ইল্লা-ইবলিস্, আব্বা ওয়াস্তাকবারা ওকানা মিনাল কাফিরিন।"

অতঃপর আদমকে সেজদা করার জন্য আল্লাহ্ ফেরেস্টাগণ কে নির্দেশ দিলেন। ইবলিস্ ব্যতিত সবাই আদমকে সেজদা করলো। তকব্বুরী (নিজেকে বড় মনে করা) করার কারণে ইবলিস্ অভিশপ্ত হয়ে বেহেস্ত থেকে বিতাড়িত হলো। একদিন বাবা আদম লক্ষ্য করলেন, বেহেস্তের এক কোণে তাঁর ই মত অপরূপ সুন্দর একটি মানুষ। বেহেস্তের আয়নায় নিজেকে দেখে আদমের মনে হিংসা ও দুঃখের উদ্বেক হলো। (উল্লেখ্য বেহেস্তের চতুর্দিক আয়না দিয়ে সাজানো)। সাথে সাথে আল্লাহ্র পাকের হুকুমে আদমের গালে দাড়ি গজিয়ে উঠলো। আদম খুশি হলেন। তাঁর মনে সুন্দর মানুষটিকে ছোঁয়ার বাসনা জাগ্রত হলো। অমনি আল্লাহ্র কাছ থেকে নিষেধ আসলো, হে, আদম, হাওয়ার গায়ে হাত দিওনা। হাওয়ার গায়ে হাত দেয়ার আগে মোহরানা আদায় করতে হবে। আদম বল্লেন প্রভু, এখানে আমার কি আছে মোহরানা দেয়ার? আল্লাহ্ বল্লেন, বেহেস্তের চারদিকে তাকাও। কি দেখতে পাচ্ছ? আদম বল্লেন, হে আল্লাহ্ দয়াময়, আরশের উপরে নীচে ডানে বামে, বৃক্ষাদির পাতায় পাতায়, তোরণে তোরণে তোমার নামের পাশে শুধু একটা নাম ই দেখতে পাই, সে নামটি মুহাম্মদ (দঃ)। আল্লাহ্ বল্লেন আদম, ঐ নামে দশবার দরুদ পড়ো, তোমাদের বিয়ের মোহরানা আদায় হয়ে যাবে। আদম তা-ই করলেন। আদম হাওয়ার বিয়ে হয়ে গেল। আল্লাহ্ বল্লেন, "ওকুলনা ইয়া আদামুসকিন আন্তা ওয়াজাউকাল জান্নাতা, ওয়াকুলা মিনহা রাগাদান হাইতু শিতুমা ওয়ালা তাকরাবা হাজিহিস্সাজারাতা ফাতাকুনা মিনাজ্জালিমিন।" সুখে সচ্ছন্দে, ইচ্ছামত বেহেস্তের সবকিছু উপভোগ করো কিন্তু ঐ গন্ধম গাছটির কাছে যেয়োনা, তার ফল ভক্ষন করোনা।

একদিন ইবলিস বড় এক আলেমের বেশে হাওয়ার সামনে উপস্থিত হয়ে বল্লো, হে- হাওয়া, আমি তোমাদের এক শুভানুধ্যায়ী বিধায় সতর্ক করে দিতে এলাম। এখান থেকে বহু দূরে দুনিয়া নামে এক যায়গা আল্লাহ্ তৈরী করেছেন যেখানে অতি শীঘ্র তোমাদেরকে পাঠিয়ে দেবেন, সেখানে বেহেস্তের সুযোগ সুবিধে মোটে ই নেই। চিরস্থায়ীভাবে বেহেস্তে থাকতে হলে ঐ গন্ধম গাছের ফল ভক্ষন করতে হবে। হাওয়া বল্লেন ঐ ফল খেতে আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন। ইবলিস বল্লো, বুড়ো মানুষের কথা বিশ্বাস করা না করা তোমাদের ইচ্ছা। আমার কাজ মানুষের বিপদে মানুষকে সাহায্য করা, তাই বলে গেলাম।



বেহেস্তে সুখের লোভে, ইবলিসের কথায় বিশ্বাস করে মা হাওয়া আল্লাহর নিষেধ অমান্য করলেন। ধীরে ধীরে হাওয়া নিষিদ্ধ গাছের নীচে এসে দাঁড়ালেন। লক্ষ্য করলেন, ফল গুলো তাঁর নাগালের কিছুটা বাইরে। হাওয়া দু পায়ের বুড়ি আঙ্গুলে ভর করে দাঁড়ালেন, অমনি তাঁর পায়ের গোড়ালী থেকে কিয়দংশ কাপড় উপরে উঠে যায়। তিনি উপরের দিকে মুখ তোলে তাকালেন, অমনি চেহারার আবরণ ও মাথার কাপড় খোলে যায়। মা হাওয়া দু হাত উচু করলেন, অমনি হাতের কাপড় কনুই পর্যন্ত অনাবৃত হয়ে যায়। সে দিন মা হাওয়ার শরীরের চার যায়গা অনাবৃত হয়েছিল। এ জন্য, সে দিন থেকে দুনিয়ার মানুষের জন্য ওজুতে চার ফরজ নির্ধারিত হয়ে যায়। মা হাওয়া নিজে গন্ধম খেয়ে বাবা আদমকে প্রস্তাব করলেন খাওয়ার জন্য। আল্লাহর নিষেধ না মানার কারণে আদম খুব ই রাগান্বিত হলেন এবং হাওয়াকে শাস্তি দেয়ার লক্ষ্যে, পাশের জয়তুন গাছের একটি ডাল ভেঙ্গে নিয়ে এলেন। এই ভাঙ্গা ডাল টা ই ছিল মূসা নবীর হাতের আশা (হাতের লাঠি), যে লাঠি সূর্য হয়ে ফেরাউনের ১২ হাজার বিষাক্ত সাপকে এক শ্বাসে গ্রাস করে চিৎকার দিয়ে বলছিল আমাকে আরো দাও আরো দাও ক্ষিদের জ্বালায় প্রাণ যায়। মূসার (আঃ) সেই লাঠি ৪০ মাইল লম্বা অজগর হয়েছিল যা দেখে ভয়ে ফেরাউন একদিনে একসাথে ২০০ বার পায়খানা করেছিল।

এখানে এসে ক্যাসেটের এক সাইড শেষ হয়ে যায় আর ঠিক তখন শোনতে পেলাম বেডরুমের দরজা খোলার শব্দ। মেজো মেয়ে হেমা চিৎকার করে বল্লো-আব্বু, We are rea---dy. হুড়মুড় করে সবাই নেমে এলো নীচে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা এতক্ষণ বেডরোমে কি করছিলে? সবাই সেজে গুজে, ব্যাপার কি? ছোট ছেলে জবাব দিলো, McDooooonald. পাঁচ বছরের ছেলে, দশটা শব্দের বাংলা বাক্যে ছয়টা ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করবে। আব্বু Last week promise করেছ মনে আছে, আজ promise break করতে পারবেন না। মধ্যপথে সিড়ি থেকে তাদের মা বল্লেন-

-Sorry চা দিতে পারলাম না।

- অসুবিধা নেই, আমি মেনেইজ করে নিয়েছি। কিন্তু এ যে কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে আগুন লগিয়ে দিলে, বিষয়টা কি?
- বিষয় কিছু না, এমনি ই পরলাম।
- ঘরে অলংকার যা ছিল সবটুকু বোধ হয় লাগিয়ে দিয়েছ, তার উপর বিয়ের শাড়ি। এই সাজে কেউ মাগডনাল্ড যায়?
- আপনার কিছুই মনে নেই?
- না তো।
- থাক। আপনি ভাবতে থাকুন, এখন দয়া করে উঠুন দেরী হয়ে যাচ্ছে।
- ঠিক আছে, আমি তো তৈরী হয়ে ই আছি। একজন ভদ্রলোক একটা ওয়াজের ক্যাসেট দিয়ে গেছেন। অর্ধেক শোনা হয়ে গেছে, খুব ইন্টারেস্টিং ওয়াজ। মাগডনাল্ড যেতে যেতে গাড়িতে ঐ ক্যাসেটটা শোনবো, কি বলো।
- আজ ওয়াজ টোয়াজ গাড়িতে চলবেনা। ওয়াজ শুনে আপনার কি লাভ? ঘরের পাশে মসজিদ, এক দিন নামাজে যেতে দেখিনা। ওয়াজ কি আপনি কম জানেন? আজ গাড়িতে আমার পছন্দের গান বাজবে।
- তোমার পছন্দের গান?



- জি
- তোমার পছন্দের গান তো হবে, সেলিম চৌধুরী।
- No.
- শেফালী ঘোষ?
- No.
- ইয়ারকুনেন্সার বিয়ের গান?
- Noop.
- আমি ফেইল। তুমি বলো।
- বন্যা।
- বন্যার গান শোন্বে তুমি? রবীন্দ্র সঙ্গীত তো তোমার কাছে জগতের স--ব চেয়ে Boring গান।
- আপনার গাড়িতে রবীন্দ্র সঙ্গীত ছাড়া তো সব গান না-জায়েজ। শোন্তে শোন্তে অভ্যাস হয়ে গেছে। এখন কিছু ভাল ও লাগে।
- আচ্ছা বলো, কোন্ ক্যাসেট টা নেব।
- আপনাকে খোঁজে বের করতে হবে না, আমার পছন্দের ক্যাসেট টা আমার ভানিটি ব্যাগে ই আছে।
- বাঃ, বেশ প্রী প্লান করাতো আজকের দিন টি। তা সেই ক্যাসেটের একটা গানের কলি বলো শুন।
- এখন দরকার নেই, গাড়িতে গেলেই শুনবেন।
- ম্যাডাম, অন্তত যে কোন একটি গানের কলি তো না শুনাতে চাবি হাতে উঠবেনা।
- কুঞ্জবনে মোর মুকুল যত/ আবরণ বন্ধন ছিড়িতে চাহে

দক্ষিণ সমীরে দূর গগনে-----

আর জানিনা।

- সর্বনাশ, এই অবস্থা! এতক্ষণে মাতাল সমীরণের ধাক্কা বুঝি আমার গায়ে এসে লাগলো। বলি হে বধু, আজ সূর্যালোকের এ কোন্ আলো লাগলো তোর চোখে?

চলবে-

## শাখের করাত

(অবিশ্বাস্য হলে ও সত্য)

সৈয়দ হাবিবুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গাড়িতে ক্যাসেট অন্ করতে ই বুঝা গেল বউ তার পছন্দের গানটি নির্দিষ্ট স্থানে এনে রেখেছিলেন। বড় মেয়ে রেমা বল্লো ' আব্বু Boring গান, এই ক্যাসেটের অপর সাইডে আছে মেয়ের কোলে রোদ হেসেছে--- ওটা লাগিয়ে দিন, আমরা ঐ গানটি জানি।' মা মেয়ের কথাটা না শোনার ভান করে বল্লেন-' তোরা মাগডনাল্ডে কি খাবি, Children happy meal না Chicken sandwich? Children happy meal খেলে Free colouring pen, Drawing paper আর Toys পাওয়া যায়। মেয়েরা গানের কথা ভুলে গেল। আমি মনে মনে বলি কবি গুরু তোমার ভাগ্য ভালো, পুরুষ হয়ে জন্মে ছিলে, তসলিমার মত মেয়ে হলে তোমার অনেক কবিতা অশ্লীলতার দায়ে তোমাকে নির্বাসন দিত।

মাগডনাল্ডে অর্ডার দেয়া হলো চোখের চাহিদায়। পাশের টেবিলে বসা পঞ্চাশোর্ধ্ব এক শ্বেতাঙ্গীণী ভদ্রমহিলা বেশ কিছুক্ষণ আমাদের দিকে তাকিয়ে, শেষ পর্যন্ত কাছে এসে আমাদের সন্তানদেরকে লক্ষ্য করে বল্লেন- "তোমাদের কাজল কালো চোখ, রেশমী কালো চুল দেখে আমার ঈর্ষা হয়। আহা- আমি যদি তোমাদের মত বিউটি-কিউটি হতাম, আমার যদি এমন সুন্দর রূপ হতো, আমি সারাদিন আয়নার দিকে চেয়ে থাকতাম।" যাবার আগে আমাকে লক্ষ্য করে বল্লেন- You are a lucky man, a happy family . মেয়ে সুমা বল্লো- আব্বু- এই Old মহিলাকে আপনি চেনেন নি? আমি কিছু বলার আগে ই ছোট মেয়ে সিমা বল্লো - আমরা চিনে ফেলেছি, She was the Fairy God Mother in Cinderella খৃষ্টমাসের সপ্তাহে আমরা যে রয়েলিটি থিয়েটারে নাটক দেখলাম, উনি ই ছিলেন Fairy God Mother.

সিন্ডারেলার রাজকুমার পাওয়ার মত সপ্ন কোনদিন দেখি নি, তবে একটি happy family র সন্ধান, একটি সুখ-পাখির অন্তর্ধনে একদিন ঘর ছেড়ে এসেছিলাম সাত-সাগর তের-নদীর পাড়ে। ভদ্রমহিলা যা বলে গেলেন তার শতাংশ ই ঠিক। এই তো জীবন। এই তো সেই সুখ-পাখি। মাঝে মাঝে নিজেকে সুখী ভাবতে বড়ই ভাল লাগে, কিন্তু বেশীক্ষণ পারিনা। সন্তান হারা মা যেমন পরবর্তিতে আরো দশটা সন্তানের মা হয়ে ও বিশেষ কোন সুখের দিনে তাঁর হারানো সন্তান কে খোঁজে বেড়ান, আমার বেলা ও তেমনটি হয়। সুখে, আনন্দে, আবেগাপ্লুত মন খোঁজে বেড়ায় বাংলাদেশে হারানো সেই সর্গালী দিন গুলো। মাগডনাল্ডে বসে দিবালোকে জেগে-জেগে সপ্ন দেখছিলাম। মনে পড়ে ছোট বেলা পুকুর পাড়ের সেই কদম গাছের আগ ডালে বসে লুঙ্গি ভরে কদম ফুল সংগ্রহের কথা। কাঁঠাল পাথায় চিটি লিখে, গাছের নীচে বসা কামালের কাছে পাঠাতাম বিলেতের অজানা ঠিকানায়। নব্বই সালে বাংলাদেশে গিয়ে প্রথম রাতে ই দেখতে গেলাম সেই কামালকে। মোরগের লড়াইয়ে সদ্য পরাজিত ক্ষত-বিক্ষত উদাসীন মোরগের চেহারা তার। জিজ্ঞেস করলাম--

'কতকাল ভাত খাওনি কামাল?'। সে বল্লো 'বাদ দে আমার কথা। বল তোর বউ বাচ্চা কেমন?' আমি বল্লাম- 'তারা ভাল। তোর মনে আছে সিরাজউদ্দৌলা নাটকে আলেয়ার অভিনয় করেছিলে?' আমার কথার উত্তর দেয়না কামাল। উদাস নয়নে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে, মনে হয় যেন আমাকে চিনতে তার কষ্ট হচ্ছে। মলিন পাঞ্জাবীর পকেটে হাত ঢুকিয়ে পেছন দিকে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। ৭৯ এ কামাল ছিলো মুক্তিযোদ্ধা আর তার বড় ভাই জামাল ছিলেন রাজাকার। আমাদের গ্রামের কউমী মাদ্রাসা থেকে ২৩ জন ছাত্র, ২ জন মুতল্লী ও ৫ জন গ্রামের দিন-মজুর রাজাকারে নাম লিখিয়েছিলেন। মাদ্রাসার ছাত্র এবং ওস্তাদগণ রাজাকার হওয়ার কারণ, পাকিস্তান রক্ষার চেয়ে ইসলাম রক্ষা ই ছিল বেশী। আর সেই ৫ জন দিন মজুরের রাজাকার হওয়ার কারণ পাকিস্তান বা ইসলাম রক্ষা কোনটা ই ছিলনা। রাজনীতি ও যুদ্ধের পরিণতি আঁচ করার জ্ঞানের অভাব এবং পরিবার কে বাঁচানো ই ছিল মূল উদ্দেশ্য। রাজাকার-পরিবার মাথাপিছু প্রতি সপ্তাহে এক মণ গম ও ৩০ টাকা নগদ পেতেন। মুক্তিযোদ্ধা কামালের সংসার চলতো রাজাকার বড় ভাই জামালের অর্থে। বঙ্গ-বন্ধুর সাধারণ ক্ষমা এঁদের কথা স্মরণ করে ই ছিল বলে অনেকে মনে করেন।

পুরো ১৫ মিনিট পর খালা (কামালের মা) এসে জিজ্ঞেস করলেন--

- কেমন আছো বাবা?
- আমি ভালো, আপনি কেমন আছেন খালা?
- মরে মরে বেঁচে আছি। বাঁচার সাধ নেই, আজরাইলকে ডাকি, বেটা আজরাইল মারা গেছে এদিকে আসেনা। ঘরে আইবুড়ো মেয়ে। বিয়ের বয়স পেরিয়ে ৩৪ বছরে পড়লো। আল্লায় তার কপালে জোড় মারেন নাই। মেয়েটা যখন করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকায়, মা হয়ে বুঝতে কষ্ট হয়না মেয়ে আমাকে ভর্তসনা করছে। এত সুন্দর সাস্থ্যের মেয়েটা চোখের সামনে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। কঙ্কালসাদ দেহটায় সাদা কাপড় জড়িয়ে দিনরাত জায়নামাজে পড়ে থাকে। খালা ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। ইতিমধ্যে কামাল এসে উপস্থিত হয়ে বল্লো 'গুড়ের চা খাবেনা তো, তাই চিনি আনতে গিয়েছিলাম।' আমি বল্লাম--

- কামাল, তোর বোনের নাম কি?
- আয়েশা। কেন? মা তোকে সব শুনিয়ে দিয়েছেন?
- আমি শুনতে চেয়েছিলাম, তাই শুনালেন।
- তুই কি হজরত ওমর নাকি? এই গ্রামে একজন নয়, শতাধিক আয়েশা আছে। গ্রামটাকে ভালভাবে চেনার আগে বউ-বাচ্চা নিয়ে বিলাত ফিরে যা।

২৮ দিন গ্রামে ছিলাম। একটা রাত ও ঘুমিয়েছি বলে মনে পড়েনা। বাড়ি-বাড়ি ঘুরে আয়েশার মত ৩৫ জন অবিবাহিত নারী খুঁজে পেলাম। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই গ্রামের জামে মসজিদে একটি মাইক ছিল। এখন ৪ টি জামে মসজিদ আর বাড়ি-বাড়ি পাঞ্জগানা মসজিদ মিলায়ে সর্বমোট মাইকের সংখ্যা ১৫টি। রমজান মাসে মাইক দিয়ে সুরে তারাবী, খতমে তারাবীর পরে ও কেউ পড়াবেন খতমে সফিনা কেউ মিলাদ মহফিল আবার কেউ টেইপ রেকর্ডারে লাগিয়ে দিবেন সারা রাতের জন্য সাঈদীর ওয়াজ। ৫ ওয়াক্ত নামাজের সময়ে, প্রায় একসাথে আকাশ-পাতাল কাপিয়ে গর্জে উঠে ১৫টি

মাইকের ৩০টি স্পিকার। মনের সুখে, কৃতজ্ঞ মনে আয়েশারা দু হাত উপরে তোলে, তৃপ্তির সুরে গায়- 'ভেঙ্গে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবে কে আমারে'- কেউ আসেনা, কেউ শুনেনা আয়েশাদের বুকচেরা অব্যক্ত আত্ননাদ। তাদের কোথাও কেউ নেই, আছে শুধু সাদা কাপড় আর জায়নামাজ।

সপ্ন ভেঙ্গে গেল, ছেলে সপ্নটির দুষ্টুমিতে। একটি ছেলের খুব সাধ, খুব সপ্ন ছিল বউ এর। আদর করে নাম রেখেছেন সপ্ন। একটি মাত্র ছেলে, চারটি মেয়েকে অতিষ্ঠ করে তোলে। তার খাওয়া শেষ, এখন Chips ছোড়া ছোড়ি করবে। বউ বল্লেন, 'আপনার গুণধন ছেলেটাকে নিয়ে গাড়িতে যান আমরা আসছি।' সপ্নের ঘোর তখনো কাটেনি। গাড়িতে বসে ভাবলাম, বাংলাদেশে থাকলে আমি কি হতাম? কামালের মত প্রাইমারী স্কুলের হেড-মাস্টার? তার বউয়ের মত বারো-মাস সূতিকা রোগী একটা বউ? বড় ভাই জামালের মত পুকুরের দক্ষিণ-পাড়ে পানের দোকানের মহাজন? কৃতজ্ঞতায় মাথা নুয়ে আসে, মনে মনে বলি হে, ইংল্যান্ড, তোমায় শতবার নমস্কার।

মাগডনাল্ড থেকে ফিরে এসে ঘরে ঢুকার আগে ই টেলিফোনের রিং শোনা গেল।

- কি খবর হেলাল? বহুদিন বই টাই নিয়ে আসোনা, ব্যাপার কি?
- ব্যাপার একটু খারাপ, হাবিব সাহেব। একটা জিনিসে এডিক্টেড হয়ে গেছি। ঘুম টুম হারাম হয়ে গেছে।
- কি ব্যাপার?
- কমপিউটার একটা কিনেছি। বউ বলে তার সতীন ঘরে এনেছি। আমি কি করবো বলুন। বিছানায় যাওয়ার আগে মুক্ত-মনায়/ভিন্নমতে এক টুঁ না মারলে ঘুম আসেনা। আপনার জন্য কিছুটা জিনিস নোট করে রেখেছি।
- কি নোট করেছ?
- ইন্টারনেটে ইমরান হোসেনের Proud to be Muslim লেখার ৮টি প্রশ্নের সবগুলো উত্তর।
- কে দিয়েছেন? মোলানা সাহেবের নাম কি?
- মোলানা আর কেউ নয়, আমার রেস্তুরেন্টের তন্দুরী শেফ। দারুণ জেহাদী মানুষ, ইসলামের জন্য যখন তখন শহীদ হতে রাজী। আপনি উত্তরগুলো ইন্টারনেটে পোস্ট করে দিলে ভাল হয়, ইমরান সাহেব খুশি হবেন।

চলবে-

## শাখের করাত

(অবিশ্বাস্য হলে ও সত্য)

সৈয়দ হাবিবুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

স্কাদিয়ানী দল বাদ দিয়ে বাংলাদেশে প্রচলিত তিন তরীকায় ইসলাম ধর্ম চর্চা করা হয়।

১) মাজার ভিত্তিক লাল-শালুর মা-রফতি ধারা। যারা হালের ও না, বীচের ও না। এঁরা সমাজের বাড়তি বোঝা ছাড়া আর কিছুই নয়। (২) হোসেন আহমদ মদনীর (রঃ) জমিয়তে উলামায়ে হীন্দ তথা যৌথভাবে মোলানা মুফতি মাহমুদের জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও তাবলীগ জামাত, যারা বাংলাদেশের তা-বত কউমী মাদ্রাসার জন্মদাতা, রক্ষক, প্রতিষ্ঠাতা। (৩) সাইয়্যেদ আবুল আ-লা মউদুদীর (রঃ) জামাতে ইসলাম, যা উপরোল্লিখিত তিনটি দলের দৃষ্টিতে কোরআনের অপব্যাক্যকারী বলে পরিচিত। ৭১ এ গ্রামাঞ্চলে তুলনামূলক ভাবে জামাতের চেয়ে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের তথা কউমী মাদ্রাসার রাজাকাররা সংখ্যায় ছিল অনেক বেশী। এরাই আমাদের সমাজে ইসলামের একমাত্র প্রচারক, ধারক বাহক। যাঁদের ওয়াজ ক্যাসেটে ধারণ করা আছে তারা কারা? এঁরা দাদা-দাদীর ইসলাম মান্য করী নন। কোরআন হাদীসের আসল সহীহ তফসির কারক। তারা মোলানা আশরাফ আলী খানভী (রঃ), হোসেন আহমদ মদনী (রঃ), সাইয়্যেদ আবুল আ-লা মউদুদীর (রঃ) উত্তরসূরী। মোলানা দেলওয়ার হোসেন সাজ্জদী, হাবিবুর রহমান যুক্তিবাদী, মোলানা মুহীউদ্দীন খান (মাসিক মদীনা), মোলানা নাসির উল্লাহ (চাঁদপুরী) মোলানা তাফাজ্জুল হোসেন (হবিগঞ্জী) মোলানা হাবিবুর রহমান (আমীর খেলাফতে মজলিস) মোলানা নুরুল ইসলাম প্রমুখ। ওয়াজের সবটুকু হুবহু কলম দিয়ে লিখা অসম্ভব। মাঝে মাঝে ঘটনার সত্যতা, যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে গিয়ে এমন মিথ্যা, বানোয়াট, যুক্তিহীন, অশ্লীল কেচ্ছা-কাহিনী যুক্ত করা হয়েছে, যা ভাই-বোন, মা-বাবার সামনে বসে শোনা তো দূরের কথা, স্বামী-স্ত্রী এক সাথে বসে শোনতে ও ঘেন্না করে। মা হাওয়ার প্রলোভনে পড়ে বাবা আদম গন্ধম খেয়েছিলেন। নারী কি ভাবে পুরুষের মন গলাতে পারে, সেই সত্যতা প্রমাণ করতে গিয়ে উদাহরণ দেয়া হয়েছে- বাংলাদেশের এক রিকশাওয়ালা তার স্ত্রীর পরামর্শে চুরি করতে গিয়ে কি ভাবে চুরির ট্রেনিং নিয়েছিল, পরে ধরা পড়ে লুঙ্গী হারিয়ে উলঙ্গ হয়ে বাড়ি ফিরছিলো, এবং পথে তাকে এ অবস্থায় দেখে লোকে কি বলেছিলো আর তার ছেলে মেয়েরা কি বলেছিলো। এক যায়গায় প্রাপ্ত-বয়স্ক মুসলমান নারী-পুরুষের শরীরের, মাথা থেকে নিম্নাঙ্গ পর্যন্ত তিন যায়গার লোম (পশম) কাটার এবং সহীহ সঙ্গমের শরীয়তি বিধান বলে দেয়া হয়। বাতস্যাযনের যৌন বিদ্যা এখানে ফেইল। যদি তা হুবহু লিখে দেই, আমার শুদ্ধেয়া ইন্টারনেটের মুসলমান ভগ্নীগণ মডারেটরের কাছে আমার ফাঁসি দাবী করে বসবেন। তাই যথাসম্ভব শুধুমাত্র ওয়াজের মূল বক্তব্যটুকু তোলে ধরার চেষ্টা করবো। মোলানা নাসিরুল্লাহ চাঁদপুরী বলছেন--

"যেই মাত্র বাবা আদম আর মা হাওয়া গন্ধম খেলেন, অমনি তাঁদের শরীর থেকে বেহেস্তি রেশমী কাপড় গুলো বাতাসে উড়ে যায়। আদম-হাওয়া বিবস্ত্র হয়ে বেহেস্তের চতুর্দিকে দৌড়া-দৌড়ি করতে থাকেন আর বৃক্ষাদির কাছে মিনতি করে

বলেন 'হে গাছ, একটু দয়া করো, কিছু পাতা দাও ইজ্জত ঢাকি।' গাছ উত্তর দেয় 'হে আদম, পাতা দেওয়া যাবেনা কারণ তোমরা প্রভুর নিষেধ অমান্য করেছো। আদম-হাওয়ার পাগলপ্রায় অবস্থা দেখে আল্লাহ জিব্রাইলকে ডাক দিলেন, হে- জিব্রাইল শীঘ্র আসো, আমার আদম বিপদে পড়ে গেছে। তাড়াতাড়ি জয়তুন গাছ থেকে ৮টি পাতা নিয়ে আদমের কাছে যাও, ৫টি পাতা হাওয়াকে দিয়ে আর ৩টি পাতা আদমকে। সেই থেকে জগতের মানুষের মৃত্যুর পর মহিলাদের জন্য কাফনের ৫ কাপড় আর পুরুষের ৩ কাপড় নির্ধারিত হয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ জিব্রাইলকে আদেশ করলেন, আদম-হাওয়াকে পৃথিবীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। জিব্রাইল বল্লেন, 'প্রভু হুকুম করুন কোথায় কোন যায়গায় তাদেরকে রেখে আসবো।' আল্লাহ বল্লেন- 'হাওয়াকে মক্কা থেকে পশ্চিমদিকে ৪০ মাইল দূরে জেদ্দা নদীর পাড়ে পূর্ব-মুখী করে. আর আদমকে আরবের সীমানা থেকে পূর্বদিকে ৬০০ মাইল দূরে সড়ং-দীপের কিনারে পশ্চিম-মুখী করে রেখে দাও।'

হাওয়া হাঠাতে শুরু করলেন পূর্বদিকে আর আদম পশ্চিম দিকে।

**৩৬০ বৎসর** কাঁদলেন একটি ভুলের দায়  
বাবা আদম সড়ং-দীপে, মা হাওয়া জেদ্দায়।

**৩৬০ বৎসর** কাঁদতে কাঁদতে চলতে চলতে জিলহজ্জ মাসের নয় তারিখ আরাফাতের ময়দানে বাবা আদম আর মা হাওয়ার পুনর্মিলন হয়। দুনিয়ায় বাবা আদম **এক হাজার বছর** হায়াত পেয়েছিলেন। আমাদের মা হাওয়া (আঃ) **১৪০ বার** হামেলা (গর্ভবতী) হন। প্রতি বার ই জোড়ায় জোড়ায় সন্তান প্রসব করেছিলেন। একটি ছেলে একটি মেয়ে। ১৪১ বার এর সময়ে একটি ছেলে সন্তান জন্ম দেন। তিনি ছিলেন হজরত শীষ (আঃ), জগতের দ্বিতীয় নবী। এভাবে করে নুরে মোহাম্মদী বাবা আদমের কপাল বেয়ে দুই লক্ষ তেইশ হাজার নয় শত নিরান্নব্বই জন নবীর পর যে দিন আব্দুল্লাহর কপাল থেকে মা আমেনার গর্ভে চলে যায়, সে দিন হতে ইবলীস্ শয়তানের জন্য আকাশের সাতটি দরজা বন্ধ হয়ে যায়। সে দিন থেকে ইবলীস্ প্রথম আকাশের উপরে আর উঠতে পারেনা। অনেকে মনে করেন দুনিয়ায় পয়গাম্ভরদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ চব্বিশ হাজার, কথাটা ঠিক নয়। হজরত নুহ্ (আঃ) এর প্লাবনের নয় শত বৎসর পূর্বে আল্লাহ জিব্রাইলকে বেহেস্তের একটি গাছের চারা হাতে দিয়ে বলেছিলেন- যাও জিব্রাইল এই চারাটি কেনান শহরে প্রোথিত করে এসো। নয় শত বৎসর পরে ঐ গাছ দিয়ে ২ লক্ষ ২৪ হাজার তক্তা বানিয়ে হজরত নুহের নৌকা তৈরী করা হয়। প্রতিটি তক্তায় এক একজন নবীর নাম লেখা ছিল।

এখানে এসে ক্যাসেট টি শেষ হয়ে যায়।

কাজে যাওয়ার আগে মনে পড়লো খাইরুল গাজীর কথা। ভদ্রলোক হয়তো রোববারে আসতে পারেন। সাতটা ক্যাসেটের মধ্যে মাত্র একটা শোনা হলো। উইকেন্ডে ফ্যামিলি নিয়ে ব্যস্ত, উইক্‌ডেজে কাজ। কাজে যাওয়া আসার পথে গাড়িতে শোনা ছাড়া কোন উপায় নেই।

পাঁচ দিনে প্রায় সবগুলো ক্যাসেট খন্ড-খন্ড এলোমেলো ভাবে শোনার পর থেকে একটা প্রশ্নই বার বার মনে জাগে, এ সকল আলেমগণকে বাদ দিয়ে কি বাংলাদেশে ইসলাম কল্পনা করা যায়? মাদ্রাসা আধুনিকায়ন করার ভূত যাদের মাথায় উঠেছে, তারা মাদ্রাসার ওস্তাদ তো দূরের কথা ছাত্র ও নন। কোন্ ধরনের আলেমগণকে বাদ দিয়ে আর কোন্ ধরনের আলেমগণকে নিয়ে মাদ্রাসা আধুনিকায়ন করা হবে? মাদ্রাসা আধুনিকায়ন করা প্রকারান্তরে, ইসলাম আধুনিকায়ন করা। অর্থাৎ কোরআন হাদীসে বর্ণিত পরকালের যা কিছু অদৃশ্য আছে, অক্ষত, অপরিবর্তিত রেখে, ইহকালের সমাজ জীবনে, প্রশাসনে, অর্থনীতিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ, কোরআন হাদীসের শরীয়া আইন, নিয়ম-নীতি, সমাজতান্ত্রিক আর পুজিবাদী আদর্শে পরিবর্তন করা। স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে পড়ুয়া শিক্ষিত মুসলমানগণ শরীয়ার বিবেকহীন, অমানবিক বিধান, শাসন পদ্ধতি মানতে পারছেন না, অতচ সন্দেহ ভরা মনে বিশ্বাস করেন, পরকালে নরকের ভয়ানক শাস্তি ও সূর্যের অফুরন্ত সুখ-সম্ভোগের কল্পকাহিনী। সমাজতন্ত্র অথবা পুজিবাদী দর্শনে বিশ্বাসী ও শিক্ষিত বিধায় তাঁদের বুঝতে কষ্ট হয়না যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পৃথিবীকে এগিয়ে নিয়ে গেছে অনেক দূর, পক্ষান্তরে ধর্ম, মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের জন্য রচনা করেছে ভুরি-ভুরি দোয়া-দরুদ, মন্ত্র, তন্ত্র, যা বিশ্বাস করে, পালন করে, ধার্মিকেরা পিছিয়ে গেছেন হাজার বছর। তাই এই মাদ্রাসা আধুনিকায়নের প্রয়োজন বোধ করছেন। ছেচল্লিশ সালে এরকম নিখিল ভারত হিন্দু সমাজ এক উদ্যোগ নিয়েছিলেন, সু-জাতি, সু-গোত্র, সু-ধর্মে, শাস্ত্র কর্তৃক সৃষ্ট, জাতি-ভেদ বর্ণ-বৈষম্য দূরী করণের লক্ষ্যে। আসলে সেই উদ্যোগের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল, সঙ্গবদ্ধভাবে মুসলমানদেরকে জব্দ করা। এখানে ও তদুপ একটি গোপন লক্ষ্য আছে। তা হলো মাদ্রাসা থেকে আধুনিক উন্নতমানের আরাফাত, সাদ্দাম, বিন-লাদিন তৈরী করা, আর খৃষ্টান, ইহুদী হিন্দু, বৌদ্ধ সহ জগতের তা-বত অমুসলিম নিপাত করে সারা দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র রাজত্ব কায়েম করা।

কি শেখানো হয় মাদ্রাসায়? আসুন দেখা যাক আমাদের সামাজিক, পারিবারিক জীবনের উপর কোরআন হাদীসের শিক্ষা কি। কোরআন শরীফে সূরা নীসার ৩৪ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলছেন--

*আব্রিজা-লু কাওয়ামু-না আলান্নসি-*, Men are the *protectors and maintainers* of women, নারী অবমাননা সবে মাত্র শুরু হলো, আয়াতের বাকী অংশ লক্ষ্য করুন, *বিমা ফাদ্দালাল্লাহু বা-দাহুম আলা বা-দিন। because Allah has made some of them to excel others.* *ওয়াবিমা- আনফাকু মিন আমওয়া-লিহিম ফাসসা-লিহাতু, কা-নিতাতুন, হা-ফিজাতুন লিল্ গাইবি বিমা- হাফিজাল্লাহ্। because they spend of their property (for the support of women).* So *good women* are the *obedient*, guarding in *secret* that which Allah hath guarded. ওলামায়ে হক্কানীগণ good women বলতে এখানে স্ত্রী নারী এবং secret বলতে স্ত্রীত্ব বলেছেন। *সা-লিহাত* শব্দের অর্থ নেকদার নারী, এখানে স্ত্রী নারী। *কা-নিতাত* এর অর্থ , কর্তৃত্ব বা অধীনতা মেনে নেয়া, আর *হা-ফিজাত* এর অর্থ হেফাজতকারী, এখানে দৈহিক শালীনতা বা স্ত্রীত্ব রক্ষাকারী নারী। আল্লাহ্ পাক সুবহানাহু তাআ-লা স্ত্রী নারীর সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে- স্ত্রী নারীর দুটি গুণ থাকতে হবে, প্রথম



এবং প্রধান গুণ হতে হবে, পুরুষের কর্তৃত্ব মেনে নেয়া, দ্বিতীয় গুণ হতে হবে, দৈহিক শালীনতা তথা Virgin থাকা। এর পরে ও মুসলমান নারীদের জন্য অতি সুখকর খবর আছে, পরের আয়াতটি লক্ষ্য করুন। **ওয়াল্লা-তি তাখা-ফু-না নুশু-জাহুন্না ফাআ-জিহুন্না ওয়াহজুরু-হুন্না ফি আল্‌মাদা-জিয়ি ওয়াদরিবুহুন।** *As for those from whom ye fear rebellion, admonish them and banish them to beds apart, and scourge them.* শাকীর, ইংরেজী অনুবাদ করেছেন এইভাবে- *and (as to) those on whose part you fear desertion, admonish them, and leave them alone in the sleeping-places and beat them.* পিটুনী খাওয়ার পরে যদি অধীনতা মেনে নেয়, তাহলে সে নারীর উপর করুণা করা অর্থাৎ পরবর্তি Action না নেয়ার কথা পরের আয়াতে বলা হয়েছে। এগুলো আমাদের নবীজী লিখিয়েছেন অদৃশ্য আল্লাহর নামে। নিজের নাম দিয়ে কি লিখেছেন নীচের হাদীসে পাওয়া যাবে- **আদুনিয়া কুল্লুহুল মাতা- ওয়া খাইরু মাতা-ইদুনিয়া আল্‌ মারআ-তুসসালিহা।** "হে পৃথিবীর মানবজাতি, এই সারা বিশ্ব তোমাদের উপভোগ্য সম্পদ, আর এই উপভোগ্য সম্পদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ তোমাদের স্ত্রী নারী"।

ওলামায়ে কেরাম নারীকে কোন্ পর্যায়ে পিটাতে হয়, তার উপমা দিয়েছেন এই ভাবে, অবাধ্য ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের কর্তব্য কি হয়, এবং নারীর হেফাজত বা ভরণ-পোষন করতে দুধাল গাভীর প্রতি মালিকের দায়িত্ব কি হয়। আল্লাহর কি সুমহান, সুন্দর, সাবলীল, শীতল বিধান। নারী অবাধ্য ছাত্র, পুরুষ জ্ঞানী শিক্ষক, নারী দুধাল গাভী আর পুরুষ তার মালিক।

ধর্ম আমাদেরকে আরো শেখায়- **ইয়্যা কানা-বুদু ওয়া-ইয়্যা কানাস্তাইন।** যদি আমার এবাদত করো, অধীনতা স্বীকার করো, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করবো। পরে বলছে- আমি শুধু তাদেরকে ই সাহায্য করি যারা নিজেদেরকে সাহায্য করে। ধর্মের এক হাতে তস্বীহ আরেক হাতে শাণিত উম্মোক্ত তলোয়ার। ধনের লোভে বিয়ে করতে নবীজী আমাদেরকে নিষেধ করে মানবতা দেখিয়েছেন অতচ তিনি নিজে ধনের লোভে ও রাজনৈতিক স্বার্থে ধনাঢ্য খাদেজাকে বিয়ে করেছিলেন। একজন Virgin কুমারীর পাণি গ্রহণের স্বাধ নবীজীর চিরদিন ছিল। খাদিজার কাছে চির খণী নবীজী খাদেজার উপস্থিতিতে সে আশা পূর্ণ করতে পারেন নি, করেছেন খাদেজার মৃত্যুর পরে। নবীজী নিজেকে রাহমাতুল্লীল আলামিন ঘোষণা দেন অতচ হত্যা করেছেন নিরপরাধ শত-সহস্র শিশু নারী পুরুষ। একদিকে ঘোষণা দেন **'মুসলমানের জন্য ইহুদী-নাসারা কিয়ামত পর্যন্ত জন্ম শত্রু'** অপর দিকে বিশ্ব শান্তির আহ্বান।

ধর্ম এমন একটি শাঁখের করাত, এমন একটি Exit বিহীন Rounbabout ধার্মিকেরা অনন্তকাল বৃত্তের সীমানায় ঘুরপাক খাবে, বেরুবার কোন পথ পাবেনা। জানি, যারা মাদ্রাসা আধুনিকায়ন করতে চান, তাঁরা অগ্রহণযোগ্য, বিবেকে ধরা পড়ে এমন আয়াত গুলোর, শব্দগুলোর সাথে প্রতি শব্দ, শানে নুজুল, হাশিয়া, ফুট নোট, টিকা লাগিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করবেন।

আপনারা শিক্ষিত মানুষ, উন্নতশীল দেশে এসে জগতটাকে জানতে পেরেছেন। উপরের দিকে হাত তোলে প্রার্থনা করা আর বিজ্ঞান-প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলাফলের মধ্যে পার্থক্য বুঝুন। ধর্ম নারীকে উপার্জন করতে, স্বাবলম্বী হতে নিষেধ করেছে, অন্য কথায় ধর্মের চোখে উচ্চশিক্ষাগার নারীর জন্য নিষিদ্ধ এলাকা। ধর্ম এটা করেছে পুরুষের কর্তৃত্ব বজায় রাখার সার্থে। বিতর্ক, কুতর্ক করে লাভ নেই, কোরআন হাদীস থেকে এক শো একটা প্রমাণ দেখাতে পারবো। তকদির-তদবিরের গোলক ধাঁধাঁ বুঝতে বুঝতে মুসলমান নিঃশেষ হয়ে যাবে।

আমি বলি, যা হবার তা হয়ে গেছে। আমরা মাদ্রাসা বন্ধ করতে পারবোনা, কোরআন- হাদীসের আয়াত Update করতে পারবোনা। কিন্তু একটা কাজ অবশ্য ই করতে পারবো। মুক্ত-মনা, মানবতাবাদীগণ ১লা মার্চ দিনটিকে "যুক্তিবাদী দিবস" হিসেবে পালন করতে একমত হয়েছেন। আসুন আমরা ঐ দিনটিকে সামনে রেখে শপথ করি আমাদের সন্তানদেরকে আর মাদ্রাসায় দেবোনা। ইংল্যান্ডের জনগণ এই প্রক্রিয়া শুরু করেছেন অনেক আগে ই। যে হারে চার্চ গুলো বন্ধ হচ্ছে ঠিক সেই হারে মসজিদ গজিয়ে উঠছে। বৃটিশ সরকারের তাতে কিছু যায় আসেনা। তাদের পলিসি ঠিক ই আছে, ক্ষতি হচ্ছে মুসলমানদের।

যদি সাধ্য থাকে, আর্থিক সামর্থ্য থাকে, বাংলাদেশে নিকটাত্মীয় গরীব মা-বাবাদেরকে অর্থ দিয়ে বই দিয়ে উৎসাহিত করুন যেন তারা তাদের সন্তানদেরকে স্কুলে পড়তে দেন। কামালের বোনের মত আয়েশাদের যৌবন আমরা ফিরিয়ে দিতে পারবোনা কিন্তু ভবিষ্যত আয়েশারা যেন কপালে জোড় মারা নেই বিশ্বাস করে অভিশপ্ত কুমারী জীবন না কাটায় তার জন্য আমরা কিছু করতে পারি। স্কুল-কলেজে লেখাপড়া করে নারী তার জীবন সাথী নিজে ই খোঁজে নিতে পারবে যদি না সমাজ তাঁর পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়।

সমাপ্ত